দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 27 DEC 2016
পৃষ্ঠা [illegible] কলাম [illegible]

১৬২ বছরের আলোকবর্তিকা দিনাজপুর জিলা স্কুল

■ মো. মতিউর রহমান, স্টাফ রিপোর্টার, দিনাজপুর

১৬২ বছর যাবৎ দিনাজপুর জিলা স্কুল সুনামের সঙ্গে ছড়িয়ে যাচ্ছে শিক্ষার আলো। দিনাজপুর জেলার শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক চর্চার ইতিহাস অনেক পুরনো। তদানীন্তন সময়ে দিনাজপুরে আরবি ধারার মক্তব শিক্ষার পাশাপাশি ১৭৯৬ সালে ইংরেজ মিশনারি উইলিয়াম কেরি প্রবর্তিত মিশনারী ভিত্তিক শিক্ষা প্রদ্ধতি। উইলিয়াম কেরি দিনাজপুর শহরে মদনবাটি গ্রামে ইউরোপীয় পদ্ধতির প্রথম একটি প্রাইমারি স্কুল স্থাপন করেন। মি. কেরির ভাবধারার তারই আরেক শিষ্য মি. ফার্নান্দেজ দিনাজপুর শহরে প্রথম একটি প্রাইমারি স্কুল স্থাপন করেন ১৮০৪ সালে। মি. ফার্নান্দেজের স্কুল প্রতিষ্ঠার বিষয়টিতে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন তদানিন্তন সময়ের দিনাজপুর শহরের বড়বন্দর নিবাসী একজন তরুণ সমাজকর্মী, যার নাম ছিল বিজয় চক্রবর্তী। তিনি ১৮৪৮ সালে তখনকার জুলুম সাগরপাড়ে একটি প্রাইমারী স্কুল স্থাপন করেন। স্কুলটির নাম ছিল দিনাজপুর স্কুল। এরই সূত্র ধরে ১৮৫২ সালে শহরে প্রথম সরকারি স্কুল স্থাপিত হয় এবং পরবর্তীতে ১৮৫৪ সালে ওই প্রাইমারী স্কুলটি দিনাজপুর জিলা স্কুল হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ১৮৫৪ সালের তদানীন্তন সরকারের শিক্ষানীতি প্রবর্তনের ফলে প্রত্যেক জেলা শহরে একটি করে সরকারি হাইস্কুল প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছিল। তারই ধারাবাহিকতায় দিনাজপুর জিলা স্কুলটির সরকারিভাবে সে সময় স্বীকৃতি পায়। বিজয় চক্রবর্তী যিনি নিজে ইংরেজি জানতেন না। কিন্তু তৎকালীন সময়কার দিনাজপুর আদালতের হেড কেরানি মি. লি এবং তদানিন্তন পোস্ট অফিসের হেড কেরানি মি. রেলির সহযোগিতা নিয়ে প্রথম দিনাজপুর স্কুলটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। স্কুলটি এখন ১৬২ বছরে পা দিয়েছে। ব্রিটিশ আমলের সেই সময় উত্তর সার্কেলের স্কুল ইন্সপেক্টর ছিলেন ইংরেজি শিক্ষা বিস্তারে উদ্যোগী ও উৎসাহী ইংরেজ মি. রবিন সন। তিনি অনুকূলে রিপোর্ট দেয়ায় ১৮৫২ সালে দিনাজপুর স্কুলটি তখনকার সময় সরকারি প্রাইমারি স্কুলের মর্যাদা লাভ করেছিল। স্কুলটি চালু হওয়ার ধারাবাহিকতায় ১৮৬০ সালে দিনাজপুর জিলা স্কুল থেকে তখন মাত্র দু'জন ছাত্র এন্ট্রান্স পরীক্ষায় অবতীর্ণ হয়ে দু'জনই অকৃতকার্য হয়। কিন্তু পরবর্তী ১৮৬১ সালে দিনাজপুর জিলা স্কুল থেকে প্রথম একমাত্র ছাত্র প্রথম বিভাগে প্রথম ১০ জনের মধ্যে একজন হয়ে এন্ট্রান্স পাস করেন। দিনাজপুর শহরের রাজারামপুর নিবাসী তখনকার সেই কৃতী ছাত্রটির নাম ছিল গিরিস চন্দ্র চক্রবর্তী। পরবর্তীতে এই গিরিস চন্দ্র চক্রবর্তী হন দিনাজপুরের প্রথম গ্রাজুয়েট এবং দিনাজপুর বারের প্রথম ইংরেজি নবিস উকিল। স্কুলটি শুরু হওয়ার সময় তৎকালীন দিনাজপুর অধিবাসীর মধ্যে তেমন কোনো ইংরেজি জানা শিক্ষিত ব্যক্তি শিক্ষক হওয়ার যোগ্য না হওয়ায় বাইরে থেকে যেমন কান্দি, নৈহাটি থেকে প্রথমে দ্বারিকা মাস্টার, পরবর্তীতে কালী মাস্টার এবং তারপরে মহেশ মাস্টার স্কুলটিতে শিক্ষকতা করেন।

দিনাজপুর জিলা স্কুল

১৬২ বছর যাবৎ দিনাজপুর জিলা স্কুল সুনামের সঙ্গে ছড়িয়ে যাচ্ছে শিক্ষার আলো। দিনাজপুর জেলার শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক চর্চার ইতিহাস অনেক পুরনো। তদানীন্তন সময়ে দিনাজপুরে আরবি ধারার মক্তব শিক্ষার পাশাপাশি ১৭৯৬ সালে ইংরেজ মিশনারি উইলিয়াম কেরি প্রবর্তিত মিশনারি ভিত্তিক শিক্ষা প্রদ্ধতি।

দিনাজপুর জিলা স্কুল ভবন

১৯৪৭ থেকে ১৯৪৮ সাল পর্যন্ত স্কুলটিতে লন্ডন থেকে বিএ, বিটি, ডিপ-ইন এডুকেশন পাস করা বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ আবুল ফয়েজ খান চৌধুরী প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করেছেন। এছাড়াও বাংলাদেশের গৌরব এবং নন্দিত কবি কাজী কাদের নওয়াজ ১৯৫৩ থেকে ১৯৬৬ সাল পর্যন্ত দিনাজপুর জিলা স্কুলের প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করেছেন। ১৮৫৪ সালে দিনাজপুর জিলা স্কুলের শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হওয়ার ফলে প্রতিষ্ঠিত প্রাইমারী স্কুলটি জুলুম সাগরের পার হতে পৌরসভার পার্শ্ববর্তী দিনাজপুর মহারাজাদের কাচারি বাড়ির পুরনো ভবনে কার্যক্রম শুরু হয়েছিল। সম্প্রতি ১৯৯২ সালে পুরনো ভবনটির অধিকাংশ অংশ ভেঙে নতুন দ্বিতল ভবন নির্মিত হয়। এদিকে গতবছর থেকে নতুনভাবে আরো সম্প্রসারিত ভবনের অনেক স্থাপনা নির্মাণ হয়েছে। দিনাজপুর জিলা স্কুলটি সেই সময় ৭.৩৫ একর জমির উপর শিক্ষা কার্যক্রম শুরু করে। স্কুলে ৪০টি সচল কম্পিউটারসহ একটি প্রতিষ্ঠিত মাল্টিমিডিয়া ল্যাব রয়েছে। আছে সকল সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত একটি আধুনিক বিজ্ঞানাগার। স্কুলে বর্তমানে ৫৩ জন শিক্ষক শিক্ষকতা করছেন। কিন্তু উচ্চমান সহকারীর দুটি পদই শূন্য। অফিস সহকারীর দুটি পদের মধ্যে একটি শূন্য। চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীর ১০টি পদের মধ্যে ছয়টি শূন্য। এদিকে স্কুল প্রতিষ্ঠার পর থেকে ফলাফলের ধারাবাহিকতা চোখে পড়ার মতো। সবচেয়ে নান্দনিক ও গৌরবময় রেজাল্ট হয় ১৯৯৪ সালে। সেবার পরীক্ষার্থী ছিল ১৯৮ জন। ১১৭ জন পেয়েছিল স্টার মার্ক। রাজশাহী শিক্ষা বোর্ডের অধীনে সম্মিলিত মেধা তালিকায় প্রথম ও তৃতীয় স্থান অধিকারসহ আটজন সম্মিলিত মেধা তালিকায় উত্তীর্ণ হয়। এছাড়া ১৯৯৫ সালের এসএসসি পরীক্ষায় ১৬৭ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে সকলেই পাস করে এবং ১০৪ জন স্টার মার্ক পায়। সেবার শিক্ষাবোর্ডের প্রথম স্থানসহ মেধা তালিকায় সাতজন উত্তীর্ণ হয়। এছাড়াও ১৯৮৩ সালে স্কুলটি থেকে সম্মিলিত মেধা তালিকায় দ্বিতীয় স্ট্যান্ড, ১৯৮৭ সালে সম্মিলিত মেধা তালিকায় একজন ও ১৯৮৯ সালে চারজন উত্তীর্ণ হয়।

দিনাজপুর জিলা স্কুলের একসময়কার প্রাক্তন ছাত্র অনেকেই দেশবরেণ্য ব্যক্তিত্ব। এদের মধ্যে রয়েছেন সাবেক প্রধান বিচারপতি এটিএম আফজাল, সাবেক বিচারপতি আব্দুল মালেক, সাবেক সেনাপ্রধান লে. জে. মাহাবুবর রহমান, মো. সারওয়ার আহমেদ, সাবেক যুগ্মসচিব শেখ আকরাম আলী, বিশিষ্ট রসায়নবিদ অধ্যাপক মো. শামসুর রহমান, সাবেক এমপি ও জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান মোখলেছুর রহমান, সাংবাদিক মো. মতিউর রহমান, আওয়ামী লীগ নেতা আজিজুল ইমাম চৌধুরী প্রমুখ। বর্তমান প্রধান শিক্ষক আখতারা পারভীন বলেছেন, স্কুলটির সাফল্যের ধারাবাহিকতা শতভাগ অব্যাহত রয়েছে। অদূর ভবিষ্যতেও থাকবে। স্কুলের অবকাঠামোগত কোনো কমতি নেই। তবে শিক্ষার মান আরো উন্নত এবং যুগোপযোগী করতে অভিভাবকদের আরো সচেতন এবং আন্তরিক হতে হবে।

স্কুলের সভাপতি ও দিনাজপুরের জেলা প্রশাসক মীর খায়রুল আলম বলেছেন, দিনাজপুরের ঐতিহ্যবাহী এবং প্রাচীনতম এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি সকল সংকীর্ণতাকে পিছনে ফেলে সমানতালে এগিয়ে চলেছে। এ গৌরবময় ইতিহাসকে আরো সমৃদ্ধ করতে আগামীতে মানসম্মত বিদ্যাচর্চার বিকল্প নেই। স্কুলের প্রাক্তন ছাত্র জাতীয় সংসদের হুইপ ইকবালুর রহিম এমপি বলেছেন, এই স্কুলের শিক্ষার্থী হিসেবে আমি সবসময় গর্বিত।